Bangladesh, Bangladesh
Bangladesh, Bangladesh
When the sun sinks in the west
Die a million people of the
Bangladesh

দ্য সং অব বাংলাদেশ

জোয়ান বায়েজের গান

২৫ মার্চ কালোরাত্রে পাকবাহিনীর বর্বরতার খবর বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হয়। যা নাড়া দিয়েছিল এক পশ্চিমা শিল্পীকে। জোয়ান বায়েজ যার নাম...

লিখেছেন **হাসান মূর্তাজা**

আমাদের ধারণা ছিল, যুদ্ধ কেবল ময়দানেই হয়। তা শুধু বন্দুকের নল, বারুদের স্ফুলিঙ্গ আর পড়ে থাকা নিথর দেহের মাঝেই সীমিত। কিন্তু যুদ্ধের পরিসর আসলে অনেক বিস্তৃত। যুদ্ধক্ষেত্রের সীমানা ছাড়িয়ে তা কখনো পৌঁছে যায় আরো দূর শহর, নগর আর রাষ্ট্রে। যোদ্ধার হাতিয়ার থেকে তা উঠে আসে লেখকের কলমে, শিল্পীর গিটার কিংবা গায়কের কণ্ঠে। এদের কি যোদ্ধা বলা যায়? যদি যায়, তাহলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের এক অন্যতম সেনানীর নাম জোয়ান বায়েজ। পশ্চিম পাকিস্তানি হায়েনাদের শদন্ত যখন চেপে বসেছিল বাংলার মাটিগড়া মানুষগুলোর গলায়, সে সময় হাজার মাইল দূরে অতলান্তিকের অপর পাড়ে সুর আর ছন্দের বুননে, যুদ্ধবিরোধী অস্ত্র শানাচ্ছিলেন তিনি।

আমরা ক'জন জানি জোয়ান বায়েজের নাম? জর্জ হ্যারিসন আর রবি শঙ্করের বিখ্যাত 'কনসার্ট' ফর বাংলাদেশের' আলোচনা হয় সর্বত্র। কিন্তু উঠে আসে না বায়েজের নাম। অথচ বাংলাদেশের আক্রান্ত জনতার দুর্দশা স্মরণে বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ওপর পাকসেনাদের বর্বর আক্রমণের প্রতিবাদে তিনি রচনা করেছিলেন গান। 'দ্য সং অব বাংলাদেশ' বা 'বাংলাদেশের গান' শিরোনামের সেই যুদ্ধবিরোধী গানটিতে কণ্ঠও দিয়েছিলেন এই দুনিয়া কাঁপানো মানবতাবাদী শিল্পী।

আজন্ম যুদ্ধবিরোধী বায়েজের দুই কালের ছবি : ২০০৪ এবং ১৯৬৪

জোয়ান বায়েজ পশ্চিমের অত্যন্ত নামী শিল্পীদের একজন। নিউইয়র্কে ১৯৪১ সালে জন্ম নেয়া এই গুণী শিল্পীর বাবা মেক্সিকান এবং মা স্কটিশ। সঙ্গীতের কমবেশি চর্চা শিশুকাল থেকেই ছিল। বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন ১৯৫৯ সালে 'নিউপোর্ট ফোক ফেস্টিভ্যালে' প্রথম দর্শক মাত করেন বায়েজ। ১৯৬০ সালে স্বনামে বেরোয় প্রথম অ্যালবাম। প্রথম দিকে বায়েজ গান গাইতেন আরেক স্বনামখ্যাত গায়ক বব ডিলনের সঙ্গে। সত্তরের দশকে বিভিন্ন স্থানে দু'জন ট্যুর'রও করেন।

আজন্ম যুদ্ধবিরোধী বায়েজের গানে নিপীড়নের বিরুদ্ধাচরণ স্পষ্ট। মানবতাবাদী বায়েজ মার্কিন সরকারের ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। ১৯৬৪ সালে মার্কিন সরকারকে ট্যাক্স না দেয়ার অপরাধে দু'দফা কারাদন্ডে দন্ডিতও হন। সে সময় রাজস্ব বিভাগকে দেয়া এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন : 'আমি যুদ্ধে বিশ্বাস করি না। আমি যুদ্ধের অস্ত্রে বিশ্বাস করি না... এবং আমি আমার বার্ষিক আয়ের ৬০ শতাংশ স্বেচ্ছায় দেব না, যা কি না সমরসজ্জায় ব্যয় করা হয়।'

এমনই অদম্য নারী বায়েজ। দ্রোহ যার রক্তে। ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার খবর তিনি জেনেছিলেন গণমাধ্যম মারফত। সে সময় তার বয়স ৩০। তিনি লিখছেন 'সঙ অব বাংলাদেশ'। যে গানের প্রতিটি স্তবকে বাংলাদেশের জন্য ভালোবাসা, বাঙালিদের জন্য ভালোবাসা। কতটুকু প্রতিদান আমরা দিয়েছি এমন ভালোবাসার?

বাঙালিরা অকৃতজ্ঞ- এমন কথা আমরা বলতে চাই না। মুক্তিযুদ্ধকালীন যারা মুক্তি সংগ্রামরত বাঙালিদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, আমরা কমবেশি সবাইকেই স্মরণ করি। কিন্তু বায়েজ কেন যেন অন্তরালে রয়ে গেছেন। অন্তরালের এই মানুষটিকে সামনে এনে আমরা কি পারি না তার প্রতি যথাযথ সম্মান দেখাতে? নিশ্চয়ই পারি!